প্রথম আলো

তারিখ 22 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

তরুণদের চেষ্টায় শিক্ষার আলোয় পথশিশুরা

সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি মিলনায়তনের মঞ্চে একঝাঁক কচি মুখ। তাদের পরনে নীলরঙা পোশাক। হাতে সাদা গ্লাডিওলাস। অন্য রকম আবহ মঞ্চজুড়ে। ছোট ছোট শিশুরা মাথা দুলিয়ে গাইতে শুরু করে জাতীয় সংগীত, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। তাদের সঙ্গে সুর মেলালেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা।

এভাবে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সুইচ বিদ্যানিকেতনের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-২০১৭ শুরু হলো গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে। অনুষ্ঠানটির আয়োজক সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির সোশিওলজি অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পারভীন হাসান বলেন, দুর্নীতি, লুটপাট, চাঁদাবাজিসহ নানা কারণে কেউ নতুন কিছু শুরু করলে অনেকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখেন। এ পরিস্থিতিতে গুটিকয়েক তরুণের প্রচেষ্টায় বেশ কিছু সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুর জীবনে শিক্ষার আলো এসেছে, যা প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয়। তিনি আরও বলেন, তরুণেরা এভাবে কাজ করে গেলেই সমাজের উন্নয়ন হবে।

এরপর পারভীন হাসান সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মো. মুইনুল ফয়সালের কাছ থেকে স্কুলের শিক্ষার্থী, তাদের স্কুলে নিয়ে আসার গল্প এবং স্কুলটির কার্যক্রম সম্পর্কে শুনতে চান। বিশদভাবে খোঁজখবর নিয়ে উপাচার্য তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্থানীয়ভাবে এ রকম একটি সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বিদ্যানিকেতন স্কুলের যাত্রা শুরুর প্রেক্ষাপট এবং পরিচালনার বিষয়গুলো বলেন মো. মুইনুল ফয়সাল। পথশিশুদের নিয়ে তিনি খুব আশাবাদী। মুইনুল ফয়সাল বলেন, এসব শিশুর মধ্যে রয়েছে অকল্পনীয় প্রতিভা। ওদের সহযোগিতায় সবাই একটু এগিয়ে এলেই দ্রুত স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

জানা গেল, ২০১১ সাল থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সুইচ বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের অধীনে নানা উন্নয়নমূলক সামাজিক কার্যক্রম যেমন পথশিশুদের শিক্ষাদান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, বইমেলায় হুইলচেয়ার সেবা দেওয়াসহ নানা সেবামূলক কাজ করছেন।

এসব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যানে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে ২০১৬ সালে যাত্রা করে সুইচ বিদ্যানিকেতন। এখানে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণিপড়ুয়া মোট ৭৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

অনুষ্ঠানে দলগতভাবে শিশুরা 'এই পদ্মা, এই মেঘনা' গানটি পরিবেশন করে। মিলনায়তনজুড়ে শিশুদের প্রশংসায় নানান শব্দ ভেসে বেড়ায়। এমন আবহ শেষ না হতেই 'মাঠের সবুজ থেকে সূর্যের লাল, বাংলাদেশের বুক এতই বিশাল' গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে এক শিশু। মুহুর্মুহু করতালিতে ভরে যায় মিলনায়তন।

শেষাংশে পারিবারিক সহিংসতা এবং নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি নাটিকাও মঞ্চায়িত হয়। এ ছাড়া শিশুদের আঁকা ছবি প্রদর্শিত হয় অনুষ্ঠানে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ৩৮ জন শিশু অংশ নেয়। সুবিধাবঞ্চিত এসব শিশুর স্বপ্ন অনেক। দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী আয়শা আক্তার বলল, 'আমি বড় হয়ে শিক্ষক হব। সবাইকে ফ্রি পড়াব।'

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির সোশিওলজি অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক জোবায়রা বিশ্বাস।